IV Nibodhat Nov-Dec 2012

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

প্রথম প্রশ্ন ছিল যুধিষ্ঠিরের : কোন ধর্ম (অনুষ্ঠান) আপনার মতে শ্রেষ্ঠ, পরম? তাঁর উত্তর এই শ্লোকে দিচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম :

এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চেন্নরঃ সদা॥৮

অন্বয় : [illegible] এষ ধর্মঃ অধিকতমঃ মে মতঃ, যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং সদা অর্চেৎ নরঃ।

শাঙ্করভাষ্য : সর্বেষাং চোদনালক্ষণানাং *ধর্মাণামেষ ধর্মোঽধিকতম* ইতি *মে* মম *মতঃ* অভিপ্রেতঃ. *যদ্ভক্ত্যা* তাৎপর্যেণ *পুণ্ডরীকাক্ষং* হৃৎপুণ্ডরীকে প্রকাশমানং বাসুদেবং *স্তবৈঃ* গুণসংকীর্তনলক্ষণৈঃ স্তুতিভিঃ *সদার্চেৎ* [illegible] করোতি *নরঃ* মনুষ্য ইতি যদ্ এষ ধর্ম ইতি সম্বন্ধঃ। অস্য স্তুতিলক্ষণস্যার্চনস্যাধিক্যে কিং কারণম্? উচ্যতে—হিংসাদিপুরুষান্তরদ্রব্যান্তরদেশ-কালাদিনিয়মানপেক্ষত্বম্ আধিক্যে কারণম্।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭)। "জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।/ কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" ইতি মানবং বচনম্ (মনুসংহিতা, ২।৮৭)। "জপস্তু সর্বধর্মেভ্যঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে।/ অহিংসয়া চ ভূতানাং জপযজ্ঞঃ প্রবর্ততে॥" ইতি মহাভারতে। 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' (গীতা, ১০।২৪) ইতি ভগবদ্বচনম্, এতদ্সর্বমভিপ্রেত্য 'এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ' ইত্যুক্তম্।

ভাবানুবাদ : এতক্ষণ 'বিরাট' পুরুষের লক্ষণ, গুণ, প্রকৃতি, ঐশ্বর্যের প্রসঙ্গ করছিলেন ভীষ্ম। এখন তিনি চেনাচ্ছেন আমাদের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত সেই 'স্বরাট' পুরুষকে। উত্তম পুরুষে বলছেন পিতামহ, "অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সরূপ সমস্ত ধর্মের মধ্যে যে-ধর্মবিধির কথা এখন আমি বলছি, সেই ধর্মই আমার মতে অধিকতম বা শ্রেষ্ঠতম—তা হচ্ছে হৃদয়কমলে দিব্যজ্যোতির্ময় বাসুদেবকে নিত্য নিরন্তর স্মরণ, স্তুতি, সংকীর্তন করা। সত্যি কথা বলতে কী, এই-ই ধর্ম—'অন্তরের দেবতার সৎকার।'

ভাষ্যের এইস্থানে এসে আমরা বুঝতে পারি যে ধর্মের, ভক্তির, অধ্যাত্মের মূল স্থানটি আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছেন ভাষ্যকার। তা হল 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', অন্তরের দেবতাকে জাগ্রত করে বাইরের দেবতার পূজা। 'স্বরাট' এবং 'বিরাট' পুরুষের এখানেই মিলন, বেদান্তের পরিভাষায় 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মার' একত্ববোধ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মের লক্ষণে বারবার স্তুতির কথা বলা হচ্ছে কেন বা এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? এর উত্তরে ভাষ্যকার বলছেন, "স্তুতিরূপ, নামার্চনারূপ পূজাই শ্রেষ্ঠ কারণ সেখানে হিংসাদি (পশুবলি বা প্রাণীহিংসা) কর্মের অবকাশ নেই, লোকবল-অর্থবল-উপাচারাদি দ্রব্যের, স্থানকাল ইত্যাদি কোনও বাহ্যবস্তু বা নিয়মের অপেক্ষা নেই। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজার্চনা দ্বারা যে-ফলপ্রাপ্তি হয়, সেই প্রাপ্তিই কলিযুগে হবে শুধুমাত্র কেশবের নাম-সংকীর্তন

হয়। এইভাবে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করে ভাষ্যকার বলছেন, ব্রাহ্মণ অন্য কর্ম করুক বা না করুক কিছু যায় আসে না, যদি সে শুধুমাত্র জপাদিকর্ম করে তাহলে তার জীবনের সমস্ত প্রাপ্তি হবে (মনু, ২।৮৭)। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য এবং ভক্ত শ্রীনিবাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শ্রীনিবাস দিবারাত্র নামসংকীর্তন করতেন, অন্য বিষয়কর্মে তাঁর রুচি ছিল না। শ্রীচৈতন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্রীনিবাস, তুমি তো কোনও কাজকর্ম কর না, তোমার চলে কীভাবে?" শ্রীনিবাস উত্তর দিয়েছিলেন, "কেন, নাম তো করি!" শ্রীচৈতন্যদেব খুশি হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, "তোমার ঘরে নিত্য শ্রীলক্ষ্মী নিবাস করবেন।"

মহাভারতে 'জপ'কে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখে উচ্চারিত হয়েছে, 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' (গীতা, ১০।২৫)। এসব স্মৃতিবচনের পরিপ্রেক্ষিতেই পিতামহ নামসাধনা এবং অন্তরের ইষ্টসাধনাকে মান দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা হিসাবে।

যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল : কাকে আশ্রয় করব? পিতামহ বলছেন—

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ।
পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্॥৯

শাংকরভাষ্য : *পরমং* প্রকৃষ্টং *মহদ্* বৃহৎ *তেজঃ* চৈতন্যলক্ষণং সর্বাবভাসকম্, 'যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ।' (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণম্, ৩।১২।৯৭) 'তদ্দেবো জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৬), 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্' (মুণ্ডক, ২।২।১০) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, 'যদাদিত্যগতং তেজঃ' (গীতা, ১৫।১২) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। *পরমং তপঃ* তপত আজ্ঞাপয়তীতি তপঃ, 'য ইমং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তি' (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১) ইত্যন্তর্যামিব্রাহ্মণে সর্বনিয়ন্তৃত্বং শ্রূয়তে।

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ।/ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" (তৈত্তিরীয়, ২।৮।১) ইত্যাদিতৈত্তিরীয়কে। তপতীষ্ট ইতি বা তপঃ তস্যৈশ্বর্যমনবচ্ছিন্নমিতি মহত্ত্বম্ 'এষ সর্বেশ্বরঃ' (মাণ্ডুক্য, ৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। *পরমং* সত্যাদিলক্ষণং *ব্রহ্ম* মহনীয়তয়া *মহৎ*। *পরমং* প্রকৃষ্টং পুনরাবৃত্তি-শঙ্কারহিতম্। *পরায়ণং* পরম্ অয়নং পরায়ণম্।

পরমগ্রহণাৎ সর্বত্র অপরং তেজঃ আদিত্যাদিকং ব্যাবর্ত্যতে। সর্বত্র যো দেব ইতি বিশেষ্যতে চ—যো দেবঃ পরমং তেজঃ পরমং তপঃ পরমং ব্রহ্ম পরমং পরায়ণং স একং সর্বভূতানাং পরায়ণমিতি বাক্যার্থঃ।

ভাবানুবাদ : এই শ্লোকের প্রথম তিনটি চরণে শ্রীবিষ্ণুর লক্ষণ করা হয়েছে তিনটি গুণবাচক পদে—'তেজ', 'তপ', 'ব্রহ্মণ'। প্রত্যেকটি গুণকে সাজানো হয়েছে দুটি বিশেষণে : 'পরম' এবং 'মহৎ'। 'পরম' শব্দ উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত। আর 'মহৎ' শব্দ বৃহৎ-এর ইঙ্গিতবাহী। 'তেজ' শব্দের অর্থ প্রকাশ— দীপ্তি, দ্যুতি, জ্যোতি ইত্যাদি। আলোকতরঙ্গ নিজে অদৃশ্য কিন্তু অন্যকে (যাতে প্রক্ষিপ্ত, projected তাকে) প্রকাশ করে দেয়। তাই আলোক চৈতন্যের খুব কাছাকাছি। আলোকের উদাহরণ দিয়ে চৈতন্যের ধারণা, কল্পনা সহজ। ভাষ্যকার বলছেন, 'তেজঃ চৈতন্য-লক্ষণম্'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, যাঁর দ্বারা সূর্য প্রকাশিত, যাঁর দ্বারা সূর্য তপ্ত হয় তাই তেজ। ভাষ্যকার শ্রুতি ও স্মৃতির উদাহরণ দিয়ে বলছেন—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের অন্তর্গত যে-জ্যোতি, তা-ই তিনি, তিনিই পরমজ্যোতি, জ্যোতিস্বরূপ।

তপ মানে শাসন, নিয়ন্ত্রণ করা। সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তৃত্ব যাঁর হাতে, তিনিই পরম তপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, তিনি এই লোক, পরলোকের সমস্ত প্রাণীকে তাদেরই অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, তাঁরই শাসনে (ভয়ে) সূর্য ওঠে, বায়ু বয়, মৃত্যু ধাবিত হয়।

'ব্রহ্মণ' শব্দের বিশিষ্টতা সত্যের প্রতিষ্ঠায়—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অনন্ত, তাঁর শেষ নেই। কারণ ভাষ্যকার বলছেন, তিনি কখনই পুনরাবৃত্তি দোষে গ্রস্ত হন না।

জাগতিক সমস্ত সত্তার (existence) চূড়ান্ত (superlative) স্থিতিগুলি তাঁকেই আশ্রয় করে রয়েছে। তিনিই সৎ (অস্তিমাত্র), তিনিই চিৎ (তেজ, তপ), তিনিই আনন্দ (অনন্ত)। তাই তিনিই সকল প্রাণীর আশ্রয়, তিনিই অকূলের কূল, অনাথের নাথ, অগতির গতি।

তদুপরি প্রথম প্রশ্নের (কে সেই সর্বোচ্চ দেবতা) উত্তর দিচ্ছেন পিতামহ :

পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্।
দৈবতং দেবতানাং চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা ॥১০

শাঙ্করভাষ্য : *পবিত্রাণাং পবিত্রং* পাবনানাং তীর্থাদীনাং পবিত্রম্। পরমস্তু পুমান্ ধ্যাতো দৃষ্টঃ কীর্তিতঃ স্তুতঃ সম্পূজিতঃ স্মৃতঃ প্রণতঃ পাপ্মনঃ সর্বানুন্মূলয়তীতি পরমং পবিত্রম্। সংসারবন্ধহেতুভূতং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কর্ম তৎকারণং চাজ্ঞানং সর্বং নাশয়তি স্বযাথাত্ম্যজ্ঞানেনেতি বা পবিত্রাণাং পবিত্রম্।

রূপমারোগ্যমর্থাংশ্চ ভোগাংশ্চৈবানুষঙ্গিকান্।
দদাতি ধ্যায়তো নিত্যমপবর্গপ্রদো হরিঃ ॥
চিন্ত্যমানঃ সমস্তানাং ক্লেশানাং হানিদো হি যঃ।
সমুৎসৃজ্যাখিলং চিন্ত্যং সোঽচ্যুতঃ কিং ন চিন্ত্যতে ॥
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্মসু।
প্রায়শ্চিত্তং হি সর্বস্য দুষ্কৃতস্যেতি বৈ শ্রুতিঃ ॥
(গরুড়পুরাণ, ১।২৩০।২৮)

সংসারসর্পসন্দষ্ট-নষ্টচেষ্টৈকভেষজম্।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥
অতিপাতকযুক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্ক্তিপাবনপাবনঃ ॥
আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥
(লিঙ্গপুরাণ, ২।৭।১১)

হরিরেকঃ সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
ওমিত্যেবং সদা বিপ্রাঃ পঠত ধ্যাত কেশবম্ ॥
(হরিবংশ, ৩।৮৯।৯)

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥
(মুণ্ডক উপনিষদ, ২।২।৮)

ভাবানুবাদ : পবিত্রকারী যে-সমস্ত কর্ম আছে এ-জগতে অর্থাৎ স্নান, দান, তীর্থসেবা, গোসেবা, চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছসাধনব্রত তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম হচ্ছে নারায়ণস্মরণ। তিনিই সেই পরমপুরুষ যাঁর ধ্যান, দর্শন, কীর্তন, স্তুতি, ঔপচারিক পূজা, স্মরণ, প্রণামাদি করলে কৃত সমস্ত পাপের সমূলে বিনাশ হয়।

সংসারবন্ধনের কারণ যে-শুভাশুভ কর্ম তারও কারণ যে-অজ্ঞান, তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় যদি তাঁর স্বরূপবোধ হয় সাধকের বোধে। তাই পবিত্রকারী সমস্ত কর্মের থেকে তাঁর বোধজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি পবিত্রতম। একথার সমর্থনে ভাষ্যকার বিভিন্ন পুরাণ থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। প্রথমেই তিনটি শ্লোক গরুড়পুরাণ থেকে :

রূপ, আরোগ্য, অর্থাদির ভোগ এবং অনুষঙ্গ ভোগ্যপদার্থ শ্রীহরি তাঁকেই দেন, যিনি তাঁর প্রতি আসক্ত।

যাঁকে চিন্তন করলে জীবনের সমস্ত ক্লেশ দূর হয়ে যায়, অন্যান্য চিন্তা ত্যাগ করে কেন সেই জনার্দন অচ্যুতকেই চিন্তন করা হয় না?

স্নানাদি কর্ম সম্পাদনকালেও সেই নারায়ণকে ধ্যান-স্মরণ করা উচিৎ। নারায়ণস্মরণই সমস্ত অশুভ দুষ্কৃতের প্রায়শ্চিত্ত—শ্রুতিরও এটাই মত।

লিঙ্গপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ভাষ্যকার : সংসাররূপ সর্পদংশনে বেহুঁশ বা তমসাচ্ছন্ন জীবের একমাত্র ভেষজ বা ঔষধ হচ্ছে কৃষ্ণনাম। ওই বৈষ্ণবমন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করলে সংসারাসক্ত মানুষ মুক্ত হয়ে যায়।

অত্যন্ত পাতকী, ঘোর পাপীও যদি অচ্যুতের নাম করে, তাহলে সে এতদূর রূপান্তরিত হতে পারে যে তার সান্নিধ্যে অন্যেরা পবিত্র হয়ে ওঠে।

সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করলে এই সিদ্ধান্তই আসে যে নারায়ণে মন রাখাই জীবের একমাত্র কাজ।

হরিবংশপুরাণেও বলা হয়েছে সর্বদা ওঁকার জপ, আর কেশবের ধ্যান করা উচিত।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, যাঁর তুলনায় সবই নিকৃষ্ট, অবর, অর্থাৎ সেই পরমপুরুষকে দর্শন করলে অজ্ঞানরূপী হৃদয়ের গ্রন্থি ভেদ হয়ে যায়, ছিন্ন হয়ে যায় জীবনের সংশয়, ক্ষীণ হয়ে যায় সকল কর্ম। *ক্রমশ*